ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 56 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১২ ● কলকাতা ● ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৫ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 21

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেখানে অনেক উপর থেকে যখন জল নীচে পড়ত, তখন দুধের মত সাদা ফেনা তৈরী হত। গুরুদেব কিছু কন্দ-মূল (টিউবার রুট) ভেঙ্গে নিয়ে আসতেন। তিনি যা দিতেন, তাই খেতাম। প্রথম আট-দশ দিন তো তিনি আমাকে ওখানের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই ঝরণার জল বইছে, তা দেখ, মনযোগ দিয়ে দেখ আর দেখতেই থাক। তা এক নিশ্চিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বইছে। তা (ঝরণার জল) প্রথমে কিভাবে পড়ছে, পরে কি করে পড়ছে এবং পরে কি ক্রমে পড়ছে, তা একাগ্রতা সহকারে অধ্যয়ন কর। এতে প্রকৃতি এক সঙ্কেত দিচ্ছে, তা বোঝ।

ক্রমশঃ

চিফ হুইপ থেকে ইস্তফা কল্যাণের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২৬ এর বিধানসভা ভোটের আগে আপাতত অতিরিক্ত দায়িত্ব বাড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে অসুস্থ রয়েছেন। তিনি যতদিন না সুস্থ হয়ে দিল্লিতে লোকসভা দলনেতা পদে কাজে যোগ দিচ্ছেন ততদিন সেই দায়িত্ব সামলাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় খালি ঝগড়া করছেন এই মন্তব্য করেন দলনেত্রী। এরপরই ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে দলের মুখ্য সচেতন পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক্স হ্যান্ডেল এ টুইট করে তা জানিয়ে দেন।লোকসভায় আগামী দিন কারা বক্তব্য রাখবে লোকসভায় আগামী দিন তৃণমূলের রূপরেখা কিভাবে চলবে সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবেন বলে সোমবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে জানিয়ে দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নির্দেশ দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার দলনেতার দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে থেকে সেভাবে দলকে পরিচালনা করবেন বলে দলনেত্রী জানিয়ে দেন।

দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে

এরপর ৩ পাতায়

শিবু সোরেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে গিয়ে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান এই জননেতা। বয়স হয়েছিল ৮১।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনবার (২০০৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত)। লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ছ'বার। ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত একাধিক মেয়াদে সাংসদ ছিলেন। রাজ্যসভাতেও ছিলেন তিনবার।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর শিবু সোরেন ছিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে চলা আন্দোলনের অন্যতম মুখ। ১৯৭২ সালে বামপন্থী শ্রমিক নেতা এ কে রায় ও বিনোদ বিহারী মাহাতর সঙ্গে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা গঠন করেন। পরে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের জোরে তৈরি হয় পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য। তাঁর মৃত্যু এক অধ্যায়ের সমাপ্তি।জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন দিল্লির ওই হাসপাতালে। মাসখানেক আগে স্ট্রোক হওয়ার পর তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। রাখা হয়েছিল ভেন্টিলেশনে। সোমবার সকাল ৮টা ৫৬ মিনিটে মৃত্যু হয়।

শিবু সোরেনের মৃত্যু সংবাদ জানান তাঁর পুত্র ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। তিনি এক্সে লেখেন, 'শ্রদ্ধেয় দিশোম গুরুজি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আজ আমি শূন্য হয়ে গেলাম।'

এরপরই হাসপাতাল পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। শিবু সোরেনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দেখা করেন হেমন্ত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। পরে এক্সে ছবি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'গঙ্গারাম হাসপাতালে গিয়ে শ্রী শিবু সোরেনজিকে শ্রদ্ধা জানালাম। হেমন্তজিও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁদের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা।'

এর আগে শিবু সোরেনের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মোদী টুইটে লিখেছিলেন, 'মাটির মানুষ, যিনি জনজীবনের নানা স্তর পেরিয়ে নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন। জনজাতি, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এমন নেতার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। হেমন্তজির সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁ শান্তি।'

শিবু সোরেনের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন নানা লড়াই-সংগ্রামে ভরা। তিনি তিনবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, ২০০৫, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সময়কালে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে একবারও পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। ২০০৫ সালে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মাত্র ৯ দিনেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনবার (২০০৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত)। লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ছ'বার। ১৯৮০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত একাধিক মেয়াদে সাংসদ ছিলেন। রাজ্যসভাতেও ছিলেন তিনবার।

ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা রাজ্য সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি : পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হবে। আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ডিএ মামলা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ শুনানির প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনে প্রতিদিন শুনানি হবে। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চে।১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল, জুন মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ। এই নির্দেশের পর থেকে প্রায় ১০ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশন প্রাপকেরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন। স্বভাবতই বর্তমানে রাজ্যে বহুলচর্চিত বিষয় হল এই ডিএ। এই নিয়ে বিস্তর চর্চা চলেছে নবান্নেও। সময়সীমা শেষের আগে নবান্নের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আশা করেছিলেন সরকারি চাকরিজীবীরা। কিন্তু তা সফল হয়নি। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। এবার সেইদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সকলেই। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ডিএ-র ফারাক ৩৭ শতাংশ। এখন এটা কতটা কমে সেটাই দেখার।এদিন সময় মতো মামলাটি বেঞ্চে ওঠার পরেই মামলাটি পিছিয়ে গিয়েছে। ডিএ প্রাপকরা জানিয়েছেন, সু্প্রিমকোর্টের ওপরে তাঁদের ভরসা রয়েছে। এরপর ৪ পাতায়

(৩ পাতার পর)

চিফ হুইপ থেকে ইস্তফা কল্যাণের

এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ থাকায় আপাতত কাকলি ঘোষ দস্তিদার যে ডেপুটি পদে রয়েছেন তার সাথে অতিরিক্ত দলনেতার দায়িত্ব সামলাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে লোকসভায় ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষ দস্তিদার কোঅর্ডিনেশন করবেন।এদিকে চিফ হুইপ পদে থেকে সরলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার বিষয়টি আপাতত মঙ্গলবার থেকে দেখবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা সম্প্রতি সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই কারণে অথবা নিজের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হয়তো শুনলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ হুইপ পথ থেকে। এদিকে লোকসভার প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় তিনিও অসুস্থ রয়েছেন। চিফ হুইপ পদ থেকে কেন ইস্তফা দিলেন এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন নেই তিনি অসুস্থ। কাকলি ঘোষ দস্তিদার মাঝেমধ্যে আসেন। আবার চলে যান। তার মনে হয়েছে তিনি নিজে যে পদে রয়েছেন সেখান থেকে লোকসভার সমন্বয়ের কাজ ঠিকমতো সামলাতে পারছেন না তাই তিনি সরে দাঁড়ালেন।

বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে লোকসভায় সমন্বয়ের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না ।তাই এই অভিযোগ তার দিকে করা হয়েছে বলে তিনি সেই দায় নিয়ে চিফ হুইপ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বলে দাবি করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, যেভাবে দলের এক মহিলা সাংসদ তাকে গালমন্দ করেছে সেই নিয়ে তিনি দলকে জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু তার পক্ষে কাকে কেউ কামড়ালে পাল্টা কামড়ানো তার স্বভাব নয়। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব পেয়েছেন বলে তিনি দলের লোকসভার মুখ্য সচেতক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এটি সঠিক নয় বলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন।সোমবার সাংসদদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই অসুস্থ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটতে পারছেন না লোকসভায় যেতে পারছেন না তাই তার দলনেতার কাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে দেখার নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় ঠিকমতো সমন্বয়ের কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন।

জলপাইগুড়ি-তে আধ্যাত্মিক ও চা -কেন্দ্রিক পর্যটনের উন্নয়ন

কলকাতা, ৪ অগাস্ট, ২০২৫

আজ লোকসভায় সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় জানতে চান, জলপাইগুড়ি জেলার জন্য স্বদেশ দর্শন ২.০ বা প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে আধ্যাত্মিক ও চা-কেন্দ্রিক পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে কোনো প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে কি না এবং যদি হয়ে থাকে তবে তার বিস্তারিত বিবরণ এবং লাটাগুড়ি, গরুমারা ও জেলার অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো ও পর্যটন সুবিধা গড়ে তোলার জন্য কি কি পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানান, পর্যটন কেন্দ্র ও পণ্যের উন্নয়ন এবং প্রসারের দায়িত্ব মূলত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের। তবে, পর্যটন মন্ত্রক তার ‘স্বদেশ দর্শন', ‘স্বদেশ দর্শন ২.০', এবং ‘পিলগ্রিমেজ রেজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল, হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ (প্রসাদ) এর মত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই সহায়তা প্রকল্পের নির্দেশিকা মেনে, বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) জমা দেওয়া এবং অর্থের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী আরও জানান যে, ‘বিশেষ মূলধনী বিনিয়োগে রাজ্যগুলিকে সহায়তা (সাস্কি)' উদ্যোগের আওতায় ভারত সরকার রাজ্যগুলিকে পর্যটন প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে সরকারের তরফে।

শ্রী শেখাওয়াত স্পষ্ট করেন যে, বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার জন্য মন্ত্রকের বিবেচনার তালিকায় কোনো প্রকল্প নেই। তবে, পর্যটন মন্ত্রক তার চলমান প্রচারমূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্য এবং পর্যটন পণ্য, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে, তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক মাধ্যম, প্রচারমূলক ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রচার করছে।

আইএনএস অজয় এবং আইএনএস নিস্তার : প্রতিরক্ষার দেশজকরণে সেইলের কৌশলগত ইস্পাত সহায়তার সাম্প্রতিক মাইলফলক

নতুন দিল্লি, ০৪ অগাস্ট, ২০২৫

ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী মহারত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এসএআইএল) প্রতিরক্ষার দেশজকরণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে, জলাভিষেক হওয়া গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (জিআরএসই)-এর আইএনএস অজয় এবং হিন্দুস্তান শিপ ইয়ার্ড লিমিটেড (এইচএসএল)-এর নির্মিত আইএনএস নিস্তারের জন্য বিরল শ্রেণীর ইস্পাত সরবরাহ করেছে তারা।

আইএনএস অজয়ের জন্য বিশেষ ডিএমআর শ্রেণীর ইস্পাতের পুরোটাই সরবরাহ করেছে সেইল। কাঠামো এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে। জিআরএসই নির্মিত সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তির অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটার ক্র্যাফ্ট (এএসডাব্লু-এসডাব্লুসি) সিরিজের অষ্টম এবং শেষ জাহাজ আইএনএস অজয়।

ভারতের প্রথম দেশীয় নক্সায় নির্মিত ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল (ডিএসভি) নবনির্মিত আইএনএস নিস্তারের জন্য বিশেষ শ্রেণীর পাতেরও পুরোটাই দিয়েছে সেইল। সাবমেরিন উদ্ধার কাজ, গভীর সমুদ্রে ডাইভিং এবং দীর্ঘ মেয়াদে নজরদারি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এইচএসএল-এর আইএনএস নিস্তার।

ভারতের নৌ-শক্তিকে জোরদার করতে সেইলের দায়বদ্ধতা জাতীয় প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে তার কৌশলগত সহায়তা এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার প্রমাণ। প্রতি টন ইস্পাতের সঙ্গে ভারতের সমুদ্রপথের প্রস্তুতি এবং প্রতিরক্ষায় দৃঢ়তার মেরুদণ্ডকে শক্ত করে চলেছে সেইল।

সম্পাদকীয়

ভারতে চতুর্থ প্রজন্মের শিল্পের গতি তরান্বিত করতে বিএসএনএল এবং এনআরএল-এর মধ্যে যুগান্তকারী সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত

ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরীকরণ এবং শিল্পের আধুনিকিকরণের গতিকে তরান্বিত করতে এক বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) এবং নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) –এর মধ্যে যুগান্তকারী সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। গুয়াহাটিতে অর্থ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত "সিপিএসইএস-র চতুর্থ প্রজন্মের শিল্প কর্মশালায়" এই সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়।

কর্মশালায় ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস (ডিপিই)-র সচিব, এনআরএল-এর সিএমডি, বিএসএনএল-এর (এন্টারপ্রাইজ বিজনেস)-এর অধিকর্তা, এনআরএল-এর এমডি, এএমটিআরওএন-এর এমডি প্রমুখ যোগ দেন। আলোচনা হয় সিপিএসইএস-কে চতুর্থ প্রজন্মের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিল্প রূপান্তরীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে। এই চতুর্থ প্রজন্মের প্রযুক্তি বলতে ফাইভ-জি সিএনপিএন, ডিজিটাল টুইন্স, কৃত্রিম মেধার সঙ্গে থ্রিডি প্রিন্টিং, ভার্চুয়াল প্রক্রিয়াকরণ, এআর/ভিআর/এমআর, আইওটি এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রভৃতি উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে যুক্ত করা। উদ্ভাবনের প্রসার, দক্ষতা এবং আত্মনির্ভর ভারতের দিকে তাকিয়ে চতুর্থ প্রজন্মের শিল্প বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতেই এই পদক্ষেপ।

সমঝোতা পত্র অনুযায়ী শোধনাগার ক্ষেত্রে বিএসএনএল এবং এনআরএল ভারতে প্রথম ফাইভ-জি সিএনপিএন (ক্যাপটিভ নন- পাবলিক নেটওয়ার্ক) স্থাপনে সহযোগিতা করবে। এরফলে, তা নব প্রজন্মের নিরাপদ, অতি নির্ভরযোগ্য, বাস্তব সময় ভিত্তিক শিল্প সংযোগের পথে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

ডিপিই-র সচিব এই উদ্যোগকে ভারতে শিল্প ভিত্তির আরও আধুনিকিকরণ, দক্ষতার সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করেন। বিশেষত, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এলাকার ক্ষেত্রে তা এক নবগতির সঞ্চার ঘটাবে।

এনআরএল-এর সিএমডি বলেন, ফাইভ-জি সিএনপিএন-এর সংযুক্তিকরণ কেবলমাত্র পরিচালনগত দক্ষতা এবং সাইবার নিরাপত্তার প্রসার ঘটাবে তাই নয়, তা এআর/ভিআর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল টুইন্স এবং রিয়েল-টাইম আইওটি অ্যাপ্লিকেশন্সের মতো রূপান্তরমূলক প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও সক্ষমতা নিয়ে আসবে। ভারতের শোধনাগার ক্ষেত্রে তা রূপান্তর ঘটাবে বলেও তিনি জানান।

বিএসএনএল-এর সিএমডি শ্রী এ রবার্ট জে রবি বলেন, এই সহযোগিতা কৌশলগত ক্ষেত্র এবং পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ভারতের সশক্তিকরণের প্রতি দায়বদ্ধতার এক প্রমাণ স্বরূপ। তিনি বলেন, বিএসএনএল আত্মনির্ভর এবং ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এই যাত্রাপথে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে।

বিএসএনএল-এর (এন্টারপ্রাইজ বিজনেস) অধিকর্তা বলেন, এই যৌথ সহযোগ ভারতের শিল্প পরিমণ্ডলে ফাইভ-জি এবং চতুর্থ প্রজন্মের শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লবের এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক হিসেবে সূচিত হবে।

বিএসএনএল এবং এনআরএল-এর মধ্যে এই সহযোগিতা অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও এক অনুকরণযোগ্য মডেল হিসেবে সূচিত হতে পারে। ডিজিটাল সশক্তিকরণ এবং আত্মনির্ভর ভারতের জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে তা আরও শক্তিশালী করবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

দেবীর নাম হয় মনসা । সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী । তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ।। মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বর ম্ । তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি ।। আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী । (দেবীভাগবত পুরাণ) প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা , কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না । দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র , তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা । মন মানুষের শত্রু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা রাজ্য সরকারের

সুপ্রিমকোর্টের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মামলটি শুনেছেন। এই মামলার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুনানি করা হবে। প্রয়োজন হলে প্রতিদিন শুনানি হবে। রাজ্যের পক্ষ থেকে সময় বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তাঁদের দাবি, টাকার পরিমাণ অনেকটা বেশি হওয়ার জন্যই সময় দরকার। বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। কবে পাবেন তাদের প্রাপ্য ডিএ। শীর্ষ আদালত ও রাজ্য সরকারের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী। যদি একবার ঘোষণা হয় ডিএ-র। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল ২৫ শতাংশ দিয়ে মিটিয়ে দিতে হবে রাজ্যকে। নির্দিষ্ট সময়সীমা ও দেওয়া হয়েছিল শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেই সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে, আরো ছয় মাস সময় চেয়েছিল রাজ্য। সেই ডিএ সংক্রান্ত শুনানি সোমবার ছিল শীর্ষ আদালতে। সোমবার সেই সংক্রান্ত মামলা ওঠে শীর্ষ আদালতের সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রের বেঞ্চে। তারপরেই মামলা মঙ্গলবার শোনা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আদি অর্থাৎ থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম ও আদি ব্রাহ্মণ্যধর্ম (উভয়েই পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম) তাঁর সামনে অসহায় বোধ করেছে, শেষে আত্মসমর্পণ করেছে। বৌদ্ধ আত্মসমর্পণের নথি লিখেছে বজ্রযান আর ব্রাহ্মণ্য আত্মসমর্পণের নথি লিখেছে শাক্ত,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কুলগামে চলছে 'অপারেশন আখাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জম্মু-কাশ্মীরে জারি জঙ্গি দমন অভিযান। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় চলছে অপারেশন আখাল। গত ১ অগস্ট থেকে চলছে এই অভিযান। ইতিমধ্যেই ৩ জঙ্গির মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, জঙ্গিদের গুলিতে আহত হয়েছেন এক সেনা জওয়ানও। এখনও ২ জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর। তাদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী।গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের কাছে বৈসারন উপত্যকায় নৃশংস হামলা চালায় জঙ্গিরা। মৃত্যু হয় ২৬ জনের। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন নিরীহ পর্যটক। আর একজন স্থানীয় টাট্টু ঘোড়ার চালক। নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে পর্যটকদের 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' ঘোরাতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই যুবক। সেখানে জঙ্গিদের হামলা থেকে পর্যটকদের প্রাণ বাঁচাতে গিয়েই নিজের প্রাণ খোয়াতে হয় তাঁকে। জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দু পুরুষদের টার্গেট করে মাথায় গুলি করে খুন করেছিল। স্ত্রীর চোখের সামনে খুন হয়েছিলেন স্বামী। মেয়ের চোখের

সামনে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল বাবার। মহিলা এবং বাচ্চাদের ছেড়ে দেয় জঙ্গিরা। হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁদের বলা হয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে এই হত্যালীলার কথা। তবে এই জঙ্গি হামলার কড়া জবাব দেয় ভারত। জোরদার প্রত্যাঘাত করা হয় পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভূখণ্ডে। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি।কুলগামের আখাল জঙ্গলের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং ভারতীয় সেনা একত্রিত হয়ে এই অভিযান চালাচ্ছে।

সূত্রের খবর, যে তিন জঙ্গি আখাল এলাকায় খতম হয়েছে তারা দ্য রেজিসট্যান্স ফ্রন্টের সদস্য। এই টি আরএফ হল লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন যারা গত ২২ এপ্রিলের পহেলগাঁও হামলার দায় স্বীকার করেছিল। নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে আগে থেকেই আখাল এলাকায় ঘন জঙ্গলে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর ছিল। সেই সূত্র ধরেই শুরু হয় অভিযান। তল্লাশি অভিযানের সময় ঘন জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা নিরাপত্তাবাহিনীর উপর গুলি চালায় প্রথমে। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তাবাহিনীও। দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়েই খতম হয়েছে ৩ জঙ্গি। তবে এর পাশাপাশি এক সেনা জওয়ানের

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফামেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	10 জীবন জ্যোতি ফামেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফামেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফামেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফামেসী	17 ইউনিক ফামেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফামেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফামেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফামেসী	28 সৌভিক ফামেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফামেসী

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার জন্য বিশেষ নিবন্ধন অভিযানের মেয়াদ ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (পিএমএমভিওয়াই)-র জন্য বিশেষ নিবন্ধন অভিযানের সময়সীমা ১৫ অগাস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি চলতি সচেতনতা সহ নথিভুক্তি অভিযানের লক্ষ্য হ'ল – গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মহিলাদের কাছে পৌঁছনো এবং এই প্রকল্পের আওতায় তাঁদের নাম নথিভুক্ত নিশ্চিত করা। পিএমএমভিওয়াই গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। পাশাপাশি, কন্যা সন্তানের প্রতি যেন ইতিবাচক মনোভাব বজায় থাকে, তার জন্য প্রচারাভিযান চালানো হয়।

পিএমএমভিওয়াই-তে প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্বে ও পরে মায়েদের বিশ্রামের জন্য আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৪ কোটি ৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাপ্রাপককে তাঁদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে। এর পরিমাণ ১৯,০২৮ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় প্রথম সন্তানের জন্য দুটি কিস্তিতে নগদ ৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় সন্তান কন্যা হলে এক কিস্তিতে নগদ ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। পিএমএমভিওয়াই পোর্টালে সুসংহত অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বহুভাষিক টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরে (14408) ফোন করে এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। মুখাবয়ব শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এফআরএস) ব্যবহার করে আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক প্রমাণ প্রদান করা সম্ভব।

লেহ শহর এবং লেহ থেকে নুব্রা ভ্যালি, নুব্রা ভ্যালি থেকে প্যাংগং, প্যাংগং থেকে লেহ পর্যন্ত সড়কপথে নেটওয়ার্কের মান মূল্যায়ন করল টিআরএআই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (টিআরএআই) চলতি বছরের জুন মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে লাইসেন্স প্রাপ্ত পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য তাদের আইডিটি ফলাফল প্রকাশ করেছে। টিআরএআই – এর আঞ্চলিক কার্যালয় দিল্লির পরিচালনাধীন। ড্রাইভ টেস্ট-গুলি ব্যবহারের পরিবেশ, শহরাঞ্চল, প্রতিষ্ঠানের হটস্পট, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হাব এবং উচ্চগতির করিডর জুড়ে বিশ্বের মোবাইল নেটওয়ার্ক কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য নকশা করা হয়েছিল।

১০ জুন, ২০২৫ তারিখ থেকে ১২ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত এই সময়কালে টিআরএআই – এর দল বিভিন্ন এলাকায় বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। ২-জি, ৩-জি, ৪-জি এবং ৫-জি পরিষেবা গ্রহণকারীদের হ্যান্ডসেট – এ নেটওয়ার্কের ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়েছে। এর ফলাফল সংশ্লিষ্ট টিএসপি-কে জানানো হয়েছে।

ভয়েস পরিষেবা, ডেটা পরিষেবা, কল সেটআপ, ড্রপ কল রেট, সিএসএসআর ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কল সেটআপ – এর ক্ষেত্রে সাফল্য এয়ারটেল, বিএসএনএল এবং আরজেআইএল অর্জন করেছে।

লেহ থেকে নুব্রা ভ্যালি হাইওয়ে করিডর, নুব্রা ভ্যালি থেকে প্যাংগং এবং প্যাংগং থেকে লেহ – এই পথে উচ্চগতির যানবাহনে মোবাইল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা কেমন হয়, তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই পরীক্ষাগুলি টিআরএআই - এর প্রস্তাবিত সরঞ্জাম ব্যবহার করে বাস্তব সময়ে পরিচালিত হয়েছিল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি টিআরএআই – এর www.trai.gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যে কোনও তথ্য জানতে শ্রী বিবেক খারে, উপদেষ্টা (আঞ্চলিক কার্যালয়, দিল্লি) টিআরএআই – এর সঙ্গে ই-মেল - adv.ca@trai.gov.in অথবা এই টেলিফোন নম্বরে +91-11-20907772 যোগাযোগ করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান জনগণকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের কথা বলেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ আবারও প্রধানমন্ত্রীর আবেদন প্রতিধ্বনিত করে জনগণকে দেশে তৈরি পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২ অগাস্ট ২০২৫ তারিখে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী- কিষাণ সম্মান নিধির ২০তম কিস্তি বিতরণের সময় জনগণকে দেশীয় পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা আবারও উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই মর্মে একটি সরকারি বিবৃতি জারি করেন তিনি।

“প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ভাইপো ভাইঝিরা সবাই নিজের জন্য বাঁচে। পশু, পাখি, পোকামাকড় সকলেই। কিন্তু কেবল নিজের জন্য বেঁচে কি লাভ? আমাদের দেশের জন্য বাঁচতে হবে, জাতির জন্য বাঁচতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল আমাদের একথাই শিখিয়েছেন। তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন, দেশে তৈরি পণ্য কেনার জন্য।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনার গ্রামে, নিকটবর্তী শহরে, আপনার জেলায়, আপনার রাজ্যে অথবা আমাদের দেশে যে কোনো জায়গায় তৈরি হোক না কেন, কেবলমাত্র সেই জিনিসই কিনুন। ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নশীল। বর্তমানে আমরা বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছি এবং খুব শীঘ্রই তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যাব। ১৪০ কোটি মানুষের এই দেশ এক বিশাল বাজার। আমরা যদি আমাদের দেশে তৈরি জিনিসপত্র কেনার ও ব্যবহার করার সংকল্প গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্থানীয় কারিগর সহ সকলেরই আয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

আমাদের অর্থ কেন বিদেশে যাবে? আমাদের সন্তানদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা দেশেই হবে। আমি আমার দেশের জন্যই বাঁচবো। আপনারও দেশের জন্যই বাঁচুন .... দেশে তৈরি পণ্যই কিনুন।

(৫ পাতার পর)

কুলগামে চলছে 'অপারেশন আখাল'

আহত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এর আগে অপারেশন মহাদেব- এ শ্রীনগরের কাছে দাচিগাম এলাকায় ৩ জঙ্গিকে খতম করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। তাদের মধ্যে ২ জঙ্গি পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সদস্য বলেও জানা গিয়েছে। এই অভিযানের আগে হয়েছিল অপারেশন শিবশক্তি। এই অভিযানেও ২ জঙ্গিকে নিকেশ করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। পহেলগাঁও হামলার পর থেকে উপত্যকায় জঙ্গি দমনে আরও বেশি করে তৎপর হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সহায়তায় একাধিক জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে তারা।

শ্রী শিবু শোরেন জি-র প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ শ্রী শিবু শোরেন জি-র প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। জনজাতি সমাজ, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ক্ষমতায়নে তাঁর আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন শ্রী মোদী।

এক্স-এ এক পোস্টে তিনি বলেছেন:

“শ্রী শিবু শোরেন জি ছিলেন তৃণমূল স্তরের নেতা। যিনি মানুষের প্রতি অদম্য নিষ্ঠা নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিশেষ করে ভাবিত ছিলেন জনজাতি সমাজ, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য। তাঁর প্রয়াণে দুঃখিত। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের পাশে আছি। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত শোরেন জি-র সঙ্গে কথা বলেছি এবং সমবেদনা প্রকাশ করেছি। ওঁ শান্তি।”

সিনেমার খবর

সার্জারি শুধু নারীরা করেন না, পুরুষরাও করেন: কাজল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কাজল সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'সারজামিন' সিনেমা নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের পরিচালনায় তৈরি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সাইফ আলি খানের ছেলে ইব্রাহিম আলি খানও। ছবির প্রচারে অংশ নিতে গিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন কাজল। সেখানেই তারকাদের চেহারায় প্লাস্টিক সার্জারি, ফিলার বা বোটক্স নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অকপটে নিজের মত তুলে ধরেন তিনি।

কাজলের ভাষ্য, 'আমার মনে হয় এটি পুরোপুরি ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। যে যেভাবে নিজেকে দেখতে ভালোবাসেন এবং এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী, তিনি নিজের চেহারায় পরিবর্তন আনতেই পারেন। ছুরি কাঁচি চালিয়ে নিজেকে বদলানো কোনো বড় বিষয় নয়। আমি এটা খুব সাধারণভাবেই দেখি।'

এ সময় শুধু নারীরাই নয়, অনেক পুরুষও চেহারার পরিবর্তনে অস্ত্রোপচার বা প্রসাধন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন বলে মন্তব্য করেন কাজল। কিন্তু সমাজে শুধু নারীদের নিয়েই বেশি কটাক্ষ করা হয়—এ বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ করেন তিনি।

তাঁর ভাষায়, 'পুরুষরাও নিজের চেহারা বদলাতে সার্জারির আশ্রয় নেন। কিন্তু তা নিয়ে সমাজে আলোচনা হয় না, কটাক্ষও করা হয় না। অথচ নারীরা এমন কিছু করলেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এটা একেবারেই তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।'

চেহারার সৌন্দর্য ধরে রাখার চেষ্টাকে স্বাভাবিক মনে করলেও, বয়স নিয়ে কাজলের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি বাস্তবভিত্তিক ও ইতিবাচক।

তিনি বলেন, 'বয়স হওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বরং জীবনের প্রতিটি ধাপকে উপভোগ করতে জানা উচিত। অনেকে তো কম বয়সেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, তারা বয়স বাড়ার আনন্দটা পান না—এটাই কষ্টের। তাই আমি মনে করি বয়স বাড়াটাই সৌভাগ্য।'

চোখের জল লুকিয়ে পর্দায় হাসির রাজা জনি লিভার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যিনি সবাইকে আনন্দ দেন, হাসির ফোয়ারায় ভাসান, তার জীবন কতটা কঠিন হতে পারে, চট করে বুঝে ওঠা যায় না। একবুক যন্ত্রণা নিয়েই কত শত শিল্পীরা পর্দায় দর্শকদের মনোরঞ্জন করে থাকেন। সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েন না জনি লিভারও। একবার এক সাক্ষাৎকারে জনি লিভার সেই যন্ত্রণার কথা জানান।

সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন বলিউড অভিনেতা জনি লিভার। বাবা থাকতেন মদে ডুবে। তার পড়াশোনার দিকে কোনো নজর দিতেন না। বড় কাকা দিতেন স্কুল ফি ও রেশন খরচ। তাই দিয়ে কোনোমতে চলছিল। ফলে বিরক্ত হয়েই স্কুল ছাড়েন জনি লিভার।

স্কুল ছাড়ার সিদ্ধান্তে জনির শিক্ষিকা দময়ন্তী ম্যাডাম তাকে স্কুলে ফেরত আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আর স্কুলে ফেরেননি কিশোর জনি। ছোট থেকে লোকজনকে দেখে তাদের হাবভাব নকল করতেন। জীবনের প্রতিকূলতায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কলম বিক্রি করতেন। বলিউডে পা রাখার পর কমেডি দৃশ্যে অভিনয় করে পরিচিতি পান জনি লিভার।

কিন্তু তার অভিনীত বেশ কিছু কিছু দৃশ্য এডিট করে বাদ দেওয়া হতে শুরু করে একটা সময়। একটা সময় তাকে নিয়ে নায়করা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। এখন বলিউডের সিনেমায় কমেছে হাস্যরসের দৃশ্য, তাই আক্ষেপ জন লিভারের। সিনেমার পর্দায় হাসালেও তার জীবন প্রতিকূলতায় ভরা। এমনও হয়েছে বাবার অপারেশনের দিনেও হাসির দৃশ্যে অভিনয় করেছেন জনি লিভার। মন পড়ে থেকেছে বাড়িতে। যদিও শিল্পীদের এই অভিনয়টাই তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথম ডেটে সোনাক্ষীর যে কাণ্ডে হতাশ হন জাহির

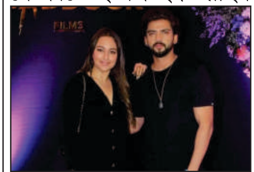

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহু দিন গোপনে গোপনে প্রেম করার পর ২০২৪ সালের ২৩ জুন বিয়ে করেন সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল। তাদের বিয়ের বয়স এখন মোটে আট মাস। ইতোমধ্যেই প্রায় দু'বার বিদেশে গিয়ে হানিমুনও করে ফেলেছেন এই দম্পতি। সুখের সংসারও চলছে। কিন্তু তার মাঝেও জাহিরের আফসোসের শেষ নেই। যখনই সোনাক্ষীর সঙ্গে প্রথম ডেটের ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখনই দীর্ঘ নিশ্বাস। বুকভরা হতাশা! আর মুখে একটাই কথা, প্রথম ডেটে বেরিয়ে যদি ওটা না করত সোনাক্ষী, তাহলে...।

সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েই এই আফসোসের কথা স্পষ্ট জানান জাহির। সোনাক্ষীকে বিয়ে করলেও তার প্রতি এই একটা বিষয় নিয়ে রেগে আছেন তিনি, তাও জানালেন জাহির।

নিজের প্রেম ও প্রথম ডেটের কথা বলতে গিয়ে জাহির জানান, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঘটেছিল আমার সঙ্গে। সোনাক্ষী আমাকে মুম্বাইয়ের পালি ভবনে দেখা করতে ডেকেছিল। ভেবেছিলাম, আমার প্রথম ডেট হবে সেটি। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি, সোনাক্ষী সঙ্গে করে দু'জন বন্ধু নিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, প্রথম ডেট নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। সব স্বপ্ন জলে। সোনাক্ষীকে পরে এসব নিয়ে প্রশ্ন করায় বলেছিল, আমাকে নাকি যাচাই করতে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। প্রথম ডেটটাই আমার বেকার হয়ে গিয়েছিল। এটাই আফসোস।

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি

৬ রানের শ্বাসরুদ্ধকর জয় ভারতের, সিরিজে সমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওভাল টেস্টের শেষ দিনে জয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল ইংল্যান্ড। মাত্র ৩৫ রান দরকার, হাতে ছিল ৪ উইকেট, ক্রিজে ছিলেন ইন ফর্ম ব্যাটার জেমি স্মিথ। এমন সহজ সমীকরণেও জয় থেকে বঞ্চিত হতে হলো স্বাগতিকদের। কারণ ভারতের বোলাররা লিখে ফেললেন টেস্ট ইতিহাসের আরেকটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

দিনের শুরুতেই দ্রুত উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরায় ভারত। এরপর চাপ ধরে রেখে বোলিং আক্রমণ অব্যাহত রাখে তারা। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৮ রানের ব্যবধানে ইংল্যান্ডের শেষ ৪ উইকেট তুলে নিয়ে ৬ উইকেটের নাটকীয় জয় তুলে নেয় সফরকারীরা।

এই জয়ের মাধ্যমে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করল ভারত। লন্ডনের ওভালে সিরিজ নির্ধারণী পঞ্চম টেস্টে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২২৪ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। মিডল অর্ডারে করুন নায়ার সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন। জবাবে ইংল্যান্ড ২৪৭ রান করে ২৩ রানের লিড নেয়। বেন ডাকেট করেন ৪৩, হ্যারি ব্রুক করেন ৫৩ রান। ভারতের হয়ে সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা নেন ৪টি করে উইকেট।

এই ইনিংসেই ফিল্ডিং করতে গিয়ে গুরুতর কাঁধের চোট পান ইংলিশ অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস।

ব্যাটারদের দৃঢ়তায় দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯৬ রান তোলে ভারত। ইনিংসের মূল নায়ক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল, যিনি ১৬৪ বলে ১১৮ রানের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেন। ১৪টি চার ও দুটি ছক্কা মারেন তিনি। নাইটওয়াচম্যান আকাশ দীপের ব্যাট থেকে আসে ৬৬ রান। জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৫৩ করে রান করেন। ধ্রুব জুরেল যোগ করেন ৩৪ রান। ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৭৪ রান।

বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দারুণ সূচনা পায় ইংল্যান্ড। ওপেনার ডাকেট করেন ৫৪, জো রুট ১৫২ বলে ১০৫, আর হ্যারি ব্রুক ৯৮ বলে খেলেন ১১১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। তৃতীয় দিন শেষে ইংল্যান্ড ছিল জয়ের দ্বারপ্রান্তে। তবে ৩৬ রানের ব্যবধানে ব্রুক, বেথেল ও রুট আউট হয়ে ফিরে গেলে ম্যাচে ফেরে ভারত।

বৃষ্টির কারণে আগেভাগে শেষ হওয়া চতুর্থ দিনের খেলা ভারতকে আশার আলো দেখায়। শেষ দিন শুরুতেই আউট হন জেমি স্মিথ। পরে ফিরে যান ওভারটন ও জস টঙ। উইকেট পড়ে যেতে থাকলেও নন-স্ট্রাইক প্রান্তে দাঁড়িয়ে সাহসী ব্যাটিং চালিয়ে যান গাস আটকিনসন। এমন সময় মাঠে নামেন চোটে কাতর ক্রিস ওকস। বাঁ হাত সোয়েটারের নিচে, ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, কার্যত এক হাতে ব্যাট করতে নামেন তিনি। গ্যালারির দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর মতো এক সাহসী মুহূর্ত।

আটকিনসন এক ছক্কা মেরে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান। তবে শেষ পর্যন্ত সিরাজের বলে বোল্ড হয়ে যান তিনি। এই ইনিংসে সিরাজ নেন ৫ উইকেট, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার ঝুলিতে যায় ৪টি।

অ্যানফিল্ডে জোতার ভাস্কর্য স্থাপন করবে লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের ফুটবল জায়ান্ট লিভারপুল তাদের প্রাক্তন পর্তুগিজ তারকা দিয়েগো জোতা ও তার ছোট ভাই আন্দ্রে সিলভার স্মরণে অ্যানফিল্ড স্টেডিয়ামে স্থায়ী ভাস্কর্য স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে। পাশাপাশি চলতি মৌসুমে লিগ চ্যাম্পিয়নরা 'ফরএভার ২০' লেখা বিশেষ জার্সি পরে খেলবে, যা জোতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে।

গত ৩ জুলাই স্পেনের থামোরায় এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন জোতা ও তার ভাই সিলভা। জোতার ভাই সিলভাও ছিলেন একজন ফুটবলার এবং পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগীয় ক্লাব পেনাফিয়েলে খেলতেন। লিভারপুলে ২০ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন দিয়েগো জোতা। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্লাবটি ২০ নম্বর জার্সিটি অবসরে পাঠিয়েছে এবং পুরুষ ও নারী দলের কোনো খেলোয়াড় ভবিষ্যতে এই নম্বরটি ব্যবহার করতে পারবে না।

জোতার অকাল প্রয়াণের পর ভক্তরা যে সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন, সেগুলো পুনর্ব্যবহার করে তৈরি করা হবে ভাস্কর্য। আগামী ১৫ আগস্ট বোর্নমাউথের বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম হোম ম্যাচে ভক্তদের অংশগ্রহণে মোজাইক তৈরি এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করার পরিকল্পনা নিয়েছে লিভারপুল।

এছাড়া, ৪ আগস্ট অ্যানফিল্ডে আতলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে প্রাক-মৌসুমের ম্যাচেও ভক্তরা জোতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। এশিয়ার দুটি প্রীতি ম্যাচে লিভারপুলের খেলোয়াড়রা 'দিয়েগো জে ২০' লেখা বিশেষ জার্সি পরে খেলবেন।

ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যারা 'দিয়েগো জে ২০' জার্সি ক্রয় করবেন তাদের লাভের অর্থ দান করা হবে লিভারপুল ফাউন্ডেশনে, যা জোতার নামে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিবেদিত থাকবে।

ভারতের কোচ হতে জাভি-গার্দিওলার আবেদনের খবর ভুয়া: এআইএফএফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচের শূন্য পদে পেপ গার্দিওলা ও জাভি হার্নান্দেজের নামে আসা আবেদনগুলোকে ভুয়া বলে জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)।

বৃহস্পতিবার টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জাতীয় দলের পরিচালক জানান, সাবেক বার্সেলোনা কোচ জাভির নাম কোচ পদের আবেদনকারীদের তালিকায় ছিল। তবে এক টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য বলেন, জাভিকে নিয়োগ দেওয়া ব্যয়বহুল হওয়ায় সেটি বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে মনে হয়েছিল।

শনিবার এক বিবৃতিতে এআইএফএফ জানায়, কোচ পদের জন্য তারা ১৭০টি আবেদন পর্যালোচনা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনজনকে চূড়ান্ত তালিকায় রেখেছে। তবে গার্দিওলা ও জাভির আবেদনপত্র ভুয়া বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এর আগে জানা যায়নি যে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ম্যানেজার গার্দিওলার নামেও একটি আবেদন এসেছিল।

এআইএফএফ বলেছে, "স্প্যানিশ কোচ পেপ গার্দিওলা ও জাভি হার্নান্দেজের নামে পাঠানো আবেদনপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে আসে। পরে যাচাই করে দেখা যায়, এগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি এবং শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এই আবেদনগুলো ভুয়া ছিল।"

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এই দুই হাই-প্রোফাইল কোচ আসলে ভারতের কোচ হওয়ার জন্য কোনো আবেদন করেননি।

প্রসঙ্গত, গত বছরের জুনে আইগর স্টিমাচকে বরখাস্ত করে এআইএফএফ। এরপর স্প্যানিশ কোচ মানোলো মার্কেজকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে তিনি সম্প্রতি পদত্যাগ করে ফের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাব এফসি গোয়ার কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR